কৌরব অনলাইন ৬৬
৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৫

ইমরান পারভেজের কবিতা

প্রযত্নে ডাকটিকিট

১.

তোমার দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা শুরু হলে সন্ততিরা উদাস ঢেউ ভাঙে

যে পাতাগুলো খুলে দেখে না কেউ

সেসব কাজল পুস্পপল্লবে ফণা তোলে নতুন কুয়াশা

“ফিরবে কবে?”

মগ্ন যতির রাশিকল্পে লেগে থাকা আঠালো মিছিলমানুষ

একমুঠো স্রোত বয়ে যায় বন্দরপথে

২.

তিনটে প্রশ্নের একটা বিশ্বকোষ খুঁজে চলেছ সকাল দুপুর

বিকেল নামলে ক্ষুধার অবসান হোক প্রিয় কেশসজ্জায়

যে উপঢৌকন বয়ে নিয়ে চলি তাকে

অস্বীকার কোরো না রাত্রিযাপনের অপেক্ষায়

এই যে পোস্টার ফেস্টুন উড়ে যায়

এসবে জুড়ে আছে ভোরের আনাজের ফিনকি

৩.

তোমাকে চিনি না বললে ভুল হবে

কোথাও নিশ্চয় দেখেছি টিকিট অথবা বাহকের চোখে

আমরা হেঁটে এলাম আবহাওয়ার শুষ্ক ছোঁয়াচ এড়িয়ে

কটা চিঠি জমিয়ে রেখো নিষেধাজ্ঞার প্রত্যুত্তরে

৪।

আবছা পেন্ডুলাম থেকে তাল তাল মাংস খসে গেলে

কী বাকি থেকে যায় এই ক্লান্তির?

ন্যাড়ামাথার বাস দুলে দুলে খাবি খায়

মাথায় জমে ওঠা চর্বি ধোঁয়া তোলে

খিদে পেটের আজগুবি হরফে অসুখ বেড়ে চলে শূন্য শতাংশে

ক্ষুধা দাও চাদর পেতে

আস্তরণে ঢেকে দিও খাবার

গত রাতের সবজিমান্ডির নধর সান্দ্রে ডুবে গিয়েছিলাম আমরা

দাগ লেগে আছে

কোনো কাশির ওষুধ তুলোতে জড়িয়ে শরীর মুছে দাও সন্তর্পণে

তর্পণে ভেসে যাক উত্তরসত্য

সেই নিভু আলোতে শীতলপাটি প্রসবিত হোক বসন্তসেনা নাম্নী স্ফীতোদরের জঙ্ঘা থেকে

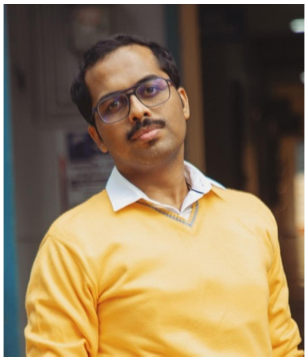

ইমরান পারভেজ পূর্ব বর্ধমান এক জেলায় বেড়ে ওঠেন। পড়াশোনার সূত্রে মফস্বল এবং কলকাতা যাপন। কলেজে পড়ানোর পাশাপাশি সামাজিক সহযোগিতা, খালি পায়ে মেঠোপথে হাঁটা, কবিতাচর্চা, ইতিউতি ঘোরাঘুরি, আড্ডা এসব নিয়ে বেঁচে থাকা। কয়েকটি বাংলা ওয়েবজিন এবং ম্যাগাজিনে কিছু কিছু লেখা প্রকাশ পেয়েছে। কবিতার কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞার সন্ধান এখনো মেলেনি।